EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

আমেরিকা সপ্তাহ উদ্বোধনী নৈশভোজে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তব্য

৮ই ডিসেম্বর, ২০০৯, সন্ধ্যা ৭:৩০টা
অ্যারিস্টোক্র্যাট রেস্টুরেন্ট সিল্ক রুম

মাননীয় বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী গোলাম এম. কাদের; ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ; রাজশাহীর নাগরিক ও বন্ধুরা:

আস্‌সালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা।

রাজশাহীতে এটাই আমার প্রথম সফর এবং আমি খুবই ভালো সময় কাটাচ্ছি। এই সফরের মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগীয় রাজধানীই সফর করে ফেললাম -- আর যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যেভাবে বলে থাকি যে, আমি সবচেয়ে ভালোটি সব শেষের জন্য রেখেছিলাম। মাননীয় মন্ত্রী গোলাম কাদের আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হওয়ায় আমি তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। রাজশাহী বিভাগে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমি বিভাগীয় কমিশনার হাফিজুর রহমান ভূঁইয়াকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। একইসঙ্গে এ সপ্তাহের অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করার জন্য আমি পুলিশ কমিশনার মোঃ নওশের আলীকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আমেরিকা সপ্তাহের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যকার অসাধারণ অংশীদারিত্বকে উদযাপন করা। আমরা ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত সিলেট, খুলনা, চট্টগ্রাম ও বরিশালে এই আয়োজন করার পাশাপাশি২০০৪ সালে রাজশাহীতে আমেরিকা সপ্তাহের আয়োজন করেছি। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তাপুষ্ট ব্যাপক কর্মসূচি প্রদর্শন করতে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক স্বার্থ ও সম্মান প্রদর্শন করছে এমন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাজশাহীর মানুষকে আমন্ত্রণ জানানোই আমাদের লক্ষ্য। এখানে ভিসা আবেদনকারীদের জন্য কনস্যুলার সেবা, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক বিষয়, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করার জন্য আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত আছেন।

রাজশাহীতে এটি আমার প্রথম সফর হলেও আমার মনে হচ্ছে আমি খুবই পরিচিত জায়গাতেই আছি। আমাকে জানানো হয়েছে যে, পুরো বাংলাদেশের মধ্যে রাজশাহীর আম সবচেয়ে সুস্বাদু, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবচেয়ে ভালো এবং এখানকার মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি সুখী। আমি ইতিমধ্যে রাজশাহীর আম খেয়ে দেখেছি এবং তা আসলেই সুস্বাদু। আমি শিক্ষাবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তারা পৃথিবীর যে কোনো শিক্ষাবিদ ও ছাত্রদের সমকক্ষ। আর আজ আমি যে আতিথেয়তা ও হাসিখুশি অবস্থা দেখেছি তা থেকেই আমি বুঝতে পারছি যে, এই শহরকে আমি আগামী অনেকদিন পর্যন্ত গভীরভাবে মনে রাখবো। আপনাদের মাঝে আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

এই আমেরিকা সপ্তাহে আমাদের বিষয়বস্তু হলো কম্যুনিটি তথা জনগোষ্ঠী। এই দেশে আমার ১৯ মাস অবস্থানকালে আমি জেনেছি যে, বাংলাদেশিরা কম্যুনিটি তথা জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানে। আমি দেখেছি কিভাবে বাংলাদেশিরা একটি দুর্যোগের পর পরস্পরকে সহায়তা করতে একত্রে কাজ করে। ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর আমি দেখেছি গ্রামের বেড়িবাঁধ তৈরি করতে লোকজনদের এক লাইনে দাঁড়িয়ে কাদা ভরা বালতি এক জন থেকে আরেক জনের হাতে পার করতে। আমি অনেক জনগোষ্ঠীকে দেখেছি যারা তাদের নাগরিক ও মানবিক দায়িত্ব স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেনি। বহু তরুণ-তরুণীসহ এই মানুষগুলো দুর্যোগ আক্রান্তদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছে, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি আয়োজন করেছে এবং সর্বস্বহারাদের জন্য কম্বল ও জামা-কাপড় সংগ্রহ করেছে।

ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিজ গ্রামের উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করার লক্ষ্যে মহিলাদের দল নিজেদের ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধ করার জন্য কিভাবে একসঙ্গে কাজ করে আমি তা-ও দেখেছি।

বাংলাদেশিরা "জনগোষ্ঠী" কথাটির অর্থ জানে। আমরা এর সংজ্ঞার পরিসরের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি দেখছি। এমনকি বাংলাদেশের মতো কেন্দ্র-ভিত্তিক রাষ্ট্রে পুরো দেশের উন্নতি এর সকল অংশের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের উন্নতির জন্য রাজশাহীর উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। আর চমৎকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ রাজশাহী সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ করে দেশের উন্নতি তরান্বিত করতে সহায়তা করতে পারে।

আপনাদের জনগোষ্ঠীর অংশ হতে পেরে আমরাও আনন্দিত। আমাদের পরস্পর নির্ভরশীলতার প্রমাণ আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই -- যা ব্যবসা, আন্তঃদেশীয় নিরাপত্তা, পরিবেশগত বিষয় এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে প্রতীয়মান। বাংলাদেশের উন্নয়ন তরান্বিত করতে যুক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহার্য অংশীদার রাষ্ট্র। আমাদের মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা বিকাশমুখী উদ্যোক্তাদের চমৎকার পরিকল্পনাগুলোকে লাভজনক বাস্তবতায় পরিণত করতে সহায়তা করে। আমাদের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যত নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করে থাকে। ১৯৭১ সাল থেকে আমাদের পাঁচ শ' ৫০ কোটি ডলারের উন্নয়ন সহায়তা বাংলাদেশিদের নতুন দক্ষতা অর্জনে, তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পেতে, পরিবারের খাদ্য জোগাতে এবং সু-শাসিত জনগোষ্ঠীতে বসবাস করতে সহায়তা করেছে।

প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও পররাষ্ট্র সচিব হিলারি ক্লিনটন আমাদের বিশ্ব জনগোষ্ঠীকে বিশ্ব অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি নিয়ে আলোচনা করতে প্রেসিডেন্ট ওবামা অতি শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কোপেনহেগেনে যোগদান করবেন। আমরা সবাই এক্ষেত্রে একমত যে এটি বাংলাদেশের জন্য একটি জরুরি বিষয়। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আরো নিরাপদ গ্রহ এবং আরো ভালো ভবিষ্যত এনে দিতে আমাদের উভয় নেতৃবৃন্দ একটি সমন্বিত বিশ্ব চুক্তির জন্য আহবান জানিয়েছেন।

আমাদের জনগোষ্ঠীর আরেকটি বড় উদ্দেশ্য হলো পুরো বিশ্বের মানুষ যেন নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিসম্মত খাদ্য পেতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা। বিশ্ব উন্নয়নের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে আমাদের সরকার বিশ্বব্যাপী কৃষি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আগামী তিন বছরে তিন শ' ৫০ কোটি ডলার সহায়তার অঙ্গীকার করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার উন্নয়ন অংশীদারিত্বের দীর্ঘদিনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাংলাদেশিদের নিজ পরিবারকে খাদ্যে জোগাতে এবং ঘূর্ণিঝড়ের পর প্রতিবেশীকে তার ঘর পুনর্নির্মাণে সহায়তা করা -- এ দু'টিই কম্যুনিটি বা জনগোষ্ঠী সেবার মনোবৃত্তিকে তুলে ধরে। এই বিশ্ব জনগোষ্ঠীতে আমরা সবাই শুধুমাত্র আমাদের প্রতিবেশীদের মঙ্গলের জন্য নয়, নিজের মঙ্গলের জন্যও প্রতিবেশীর সহায়তা করার চেষ্টা করি। কারো প্রতিবেশীদের যদি খাদ্য কেনার সামর্থ্য না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির ব্যবসার সমৃদ্ধি ঘটবে না। অনুরূপভাবে, অন্যের সন্তানরা যদি দারিদ্র ও নির্যাতনের মধ্যে বাস করতে থাকে তাহলে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য একটি নিরাপদ, স্থিতিশীল, স্বাধীন ও সমৃদ্ধ পৃথিবী রেখে যেতে পারবো না।

বিশ্ব জনগোষ্ঠীতে আমরা রাজশাহীর সঙ্গে কী কী উপায়ে অংশীদার হয়ে আছি এই আমেরিকা সপ্তাহ তা তুলে ধরবে। সন্তান জন্মদানের সময় মায়ের মৃত্যুরোধে আমরা স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজ করছি। রাজশাহীর অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে আমরা বরেন্দ্র জাদুঘরের উদ্যোগকে সহায়তা দিয়েছি। জনগোষ্ঠীগুলোকে শিক্ষাদান করার জন্য আমরা মানব পাচারের শিকার অনেক তরুণ-তরুণীসহ স্থানীয় তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন করেছি যেন কাউকেই দাসত্ব ও শোষনের বিভীষিকার মধ্যে বেঁচে থাকতে না হয়। এরূপ এবং এর মতো আরো অনেক উপায়ে আমরা আমাদের অংশীদারিত্বের দৃঢ়তা প্রদর্শন করবো।

পরস্পরিক সম্মান ও পারস্পরিক স্বার্থ অন্বেষণের ভিত্তিতেই চমৎকার জনগোষ্ঠী ও চমৎকার অংশীদারিত্বসমূহ গড়ে ওঠে। আমি অনেক সম্মান ও আগ্রহের সঙ্গে রাজশাহীতে এসেছি। এখানে সমাবেত আমার সকল সহকর্মী ও আমাদের অংশীদারদের পক্ষ থেকে আমি বলছি যে, আমরা আপনাদের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আরো জানার অপেক্ষায় আছি। আমি জানি, আমেরিকা সপ্তাহ চলাকালীন আমরা একসঙ্গে খুবই আনন্দময় ও ঘটনাবহুল সময় অতিবাহিত করবো। আজ রাতে এখানে আসার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*

জিআর/২০০৯